ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা পরিষদের ডিসেম্বর/২০২৪ সাধারণ সভার কার্যবিবরণী :

সভাপতি : মোঃ খাইরুল ইসলাম
প্রশাসক
উপজেলা পরিষদ
ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।

স্থান : উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষ।

তারিখ : ৩০/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

সময় : সকাল ১১-০০ টা।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ : পরিশিষ্ট 'ক'।

সভাপতি কর্তৃক উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। নব-যোগদানকৃত উপজেলা নির্বাহী অফিসারের উদ্দেশে উপস্থিত সদস্যগণ তাদের পরিচিতি প্রদান করেন। সভার শুরুতে অত:পর আলোচ্যসূচি মোতাবেক সভা পরিচালনার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার-কে আহ্বান জানানো হলে নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১। পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী পঠন ও অনুমোদন

উপজেলা নির্বাহী অফিসার গত ৩১/১০/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনান। উক্ত কার্যবিবরণীর কোন সংযোজন বিয়োজন না থাকায় তা অনুমোদন ও দৃঢ় করা হয়।

২। বিভাগওয়ারী কার্যক্রম পর্যালোচনা

সভাপতি বিভাগীয় কার্যক্রম পর্যালোচনার আহ্বান জানালে নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:-

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪
০১	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় (ক) ওয়েব পোর্টাল সংক্রান্ত আলোচনা: উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান, জাতীয় তথ্য বাতায়ন পৃথিবীর বৃহত্তম তথ্য বাতায়ন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে দেশের সকল সরকারী/আধা-সরকারী দপ্তরের তথ্য সহযোগে নির্মিত জাতীয় তথ্য বাতায়ন হাল-নাগাদ রাখার লক্ষ্যে এ উপজেলার ওয়েব পোর্টাল আপডেট রাখতে হবে। সকল ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্যদের তথ্য ওয়েব পোর্টালে আপ-লোড করার জন্য ইউপি চেয়ারম্যানগণকে অনুরোধ জানান। বদলীজনিত কারণে নব যোগদানকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারী সম্পর্কে হাল-নাগাদ তথ্য তাৎক্ষনিকভাবে ওয়েব পোর্টালে সন্নিবেশ করতে হবে। এ লক্ষ্যে thakurgaonsadar. thakurgaon.gov.bd ঠিকানায় ভিজিট করে হাল নাগাদ তথ্য আপলোড করার জন্য সকল বিভাগীয় কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানানো হয়। (খ) শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন: প্রতিটি অফিস আদালতে শুদ্ধ আচরণ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সকল সরকারী কর্মকর্তা/জনপ্রতিনিধিগণের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। (গ) ইনোভেশন সংক্রান্ত আলোচনা: উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান, স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প সময়ে এবং স্বল্প যাতায়াতে জনগণকে সেবা প্রদান করতে হবে। তিনি আরো জানান, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ এবং এডহক কমিটিতে অভিভাবক সদস্য মনোনয়নের কার্যক্রমে অন-লাইন চালু করা হয়েছে। এতে করে উক্ত সেবা গ্রহীতাগনকে এখন সেবাটি পাওয়ার জন্য দেরী করতে হয় না। অফিসে আসা লাগে না এবং সেবাটি পেতে কোন অর্থ খরচ করতে হচ্ছে না। অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে তিনি নিজ নিজ চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রমে গতি আনয়নের লক্ষ্যে নিত্য-নতুন কৌশল উদ্ভাবন করতে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	১. দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। ২. শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করতে হবে। ৩. স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প সময়ে এবং স্বল্প যাতায়াতে জনগণকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইনোভেশন কার্যক্রম চালু রাখতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট সকল
০২	স্বাস্থ্য ও প.প. বিভাগ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসারের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, তাঁর দপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি সভায় শুরুতে সদ্য যোগদানকৃত উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান। তিনি জানান তাঁর দপ্তরে আওতায় ন্যাশনাল বায়োডাটা টিকা কার্যক্রম সফলভাবে করায় সকল ইউপি চেয়ারম্যানসহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি জানান গত মাসে এ কার্যক্রমের প্রায় ৯৫% সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। আগামী জানুয়ারি ২০২৫ মাস থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরের আওতায় অনলাইন খানার রেজিস্টেশন কার্যক্রম শুরু হবে। ইতোমধ্যে জেলা পর্যায় থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায় এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করা হয়েছে। এই কার্যক্রমটি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং ইউনিসেফ এর সহযোগিতা বাস্তবায়ন করা হবে। এই কার্যক্রমটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য তিনি সকলের		উপজেলা স্বাস্থ্য ও প: প: অফিসার।

সহযোগিতা কামনা করেন। 'এই কার্যক্রমে মুল লক্ষ্য হচ্ছে স্বাস্থ্য খাতকে ডিজিটালাইজেন করা। বাংলাদেশের প্রতিটি জনগণকে এই কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে। প্রতিটি ব্যক্তির নামে একটি আইডি তৈরী করা হবে, সম্পন্ন কার্যক্রমটি ডিজিটালাইজেন করা হবে। প্রথমত এই কার্যক্রম ইউনিয়ন পর্যায়ে শুরু হচ্ছে, পরবর্তী জেলা হাসপাতালগুলো এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এই আইডি কার্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম টিকা প্রদান করা হবে। আগে সেবাপ্রত্যাশিরা টিকার কার্ড সঙ্গে নিয়ে আসলে আমরা টিকা প্রদান করতাম কিন্তু এই টিকার কার্ডটি অনলাইন হওয়ার কারণে সেবা প্রত্যাশিদের আর টিকা গ্রহণ করতে কার্ড সঙ্গে আনতে হবে না। সেবা প্রত্যাশিত আইডি যাচাই করে টিকা প্রদান করা হবে। টিকার কার্ড অনলাইন করণের জন্য ইতোমধ্যে রেজিস্ট্রেশন শুরু করা হয়েছে। এই বিষয়টি জনগণকে সচেতন করার জন্য সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে অনুরোধ জানান।

০৩

উপজেলা প্রকৌশল দপ্তর:

উপজেলা প্রকৌশলীর প্রতিনিধি সভায় জানান তাঁর দপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে চলছে। উপজেলা প্রকৌশল দপ্তরে আলোচনাকালে চেয়ারম্যান ০৮নং রহিমানপুর ইউপি সভায় জানান যে, অত্র উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার নব-যোগদান করায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাসভবনটি রং করণ ও মেরামত প্রয়োজন। তাই তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাসভবনটি রং করণ ও মেরামতের কাজ করার জন্য সভায় প্রস্তাব করেন। উক্ত প্রস্তাব নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। উক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে উপজেলা প্রকৌশলী জানান যে, ইতোমধ্যে বাসভবনটি পরিদর্শন করা হয়েছে। বাসভবনটি রং ও টুকিটাকি মেরামত করতে প্রায় ৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। সভায় বিস্তারিত আলোচান্তে উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণ (বাসাবাড়ী মেরামত) খাত হতে ২.০০ লক্ষ টাকা করে ২টি পিআইসি গ্রহণ পূর্বক বাস্তবায়নের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

প্রকল্প: উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাসভবন মেরামত ও রং করণ (অংশ-১)

১। চেয়ারম্যান, ০৮নং রহিমানপুর ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর — প্রকল্প সভাপতি
২। চেয়ারম্যান, ১২নং সালন্দর ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর — প্রকল্প সচিব
৩। চেয়ারম্যান, ০৫ নং বালিয়া ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর — প্রকল্প সদস্য
৪। চেয়ারম্যান, ১৭নং জগন্নাথপুর ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর — প্রকল্প সদস্য
৫। চেয়ারম্যান, ১০নং জামালপুর ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর — প্রকল্প সদস্য

প্রকল্প: উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাসভবন মেরামত ও রং করণ (অংশ-২)

১। চেয়ারম্যান, ০৫নং বালিয়া ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর — প্রকল্প সভাপতি
২। চেয়ারম্যান, ০৮নং রহিমানপুর ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর — প্রকল্প সচিব
৩। চেয়ারম্যান, ১২নং সালন্দর ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর — প্রকল্প সদস্য
৪। চেয়ারম্যান, ১৭নং জগন্নাথপুর ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর — প্রকল্প সদস্য
৫। চেয়ারম্যান, ১০নং জামালপুর ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর — প্রকল্প সদস্য

উপজেলা প্রকৌশলীর প্রতিনিধি সভায় আরও জানান যে, গত ৪ আগস্ট ২০২৪ তারিখে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় অত্র উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে উপজেলা পরিষদের মূল প্রশাসনিক ভবন, ভবনের সামনে ১৪টি মোটর সাইকেলে অগ্নিসংযোগ এবং বিভিন্ন ভবনে ব্যাপক ভাংচুর করেছেন। বিভিন্ন দাপ্তরিক কাজের সুবিধার্থে ভবনগুলো জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করা প্রয়োজন। এছাড়াও উপজেলা পরিষদের সীমানা প্রাচীর, গ্যারেজ, পুকুর পাড়ের ওয়ার্ক ওয়ে, ঘাটলা, পুকুরের সীমানা প্রাচীর, একটি গুদামঘর অনেকদিন থেকে মেরামত না করার কারণে জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অবকাঠামোগুলো প্রায় পরিত্যক্ত হওয়ার পথে। এছাড়াও উপজেলা পষিদের মুল প্রবেশ গেটটি ঠাকুরগাঁও-দিনাজপুর মহাসড়ক হতে উপজেলা পরিষদের মূল প্রবেশ গেটটি নিচু হওয়ায় বিভিন্ন সময় মালবাহী কোন পরিবহন উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে বিভিন্ন রকম বিরম্বনার শিকার হতে হয়। উপজেলা পরিষদের মূল প্রবেশ গেট ও জরাজীর্ণ অবকাঠামোগুলো মেরামত এবং সংস্কার করা অতীব জরুরী হয়ে পড়েছে। এই কাজগুলো বাস্তবায়ন করতে প্রায় ৬০৬০৬৯৬/- টাকার প্রয়োজন। উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকায় বাধ্য-বাধকতা থাকায় এবং উপজেলা রাজস্ব তহবিলে অর্থ সংকুলান না হওয়া অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত ছক মোতাবেক প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলনসমূহ তিনি সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে বাস্তবমূখী প্রকল্প হওয়ায় প্রাক্কলনসহ প্রকল্পের তালিকা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর স্থানীয় সরকার বিভাগ, উপজেলা-২ শাখা প্রেরণ করার সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ:

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	টাকার পরিমান
০১	উপজেলা পরিষদের নতুন প্রশাসনিক ভবন মেরামত করণ	১০০০০৫০.০০
০২	উপজেলা পরিষদের পুরাতন প্রশাসনিক ভবন মেরামত করণ	৮৬২২১১.০০
০৩	উপজেলা পরিষদের সীমানা প্রাচীর মেরামত করণ পার্ট-১	১৫৭৪৫২৬.০০
০৪	উপজেলা পরিষদের সীমানা প্রাচীর মেরামত করণ পার্ট-২	২৪৬২৬২.০০
০৫	উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে সামনে মোটর সাইকেল গেরেজ মেরামত	১০৭১৭৩.০০
০৬	উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে পিছনে গ্যারেজ মেরামত করণ।	২১৯৩২৩.০০

সিদ্ধান্ত:

দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।

২। সভায় বিস্তারিত আলোচান্তে উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণ (বাসাবাড়ী মেরামত) খাত হতে ২.০০ লক্ষ টাকা করে ২টি পিআইসি গ্রহণ পূর্বক উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাসভবন মেরামত কাজ বাস্তবায়নের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা প্রস্তাবিত প্রকল্প ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়নের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

বাস্তবায়নে: উপজেলা প্রকৌশলী

০৭	উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে পুকুরের পার্শ্বে গ্যারেজ মেরামত করণ	৪৫৬২৪১.০০
০৮	উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে পুকুরপাড়ে ওয়ার্ক ওয়ে মেরামত করণ।	৪১৫২০১.০০
০৯	উপজেলা পরিষদের গুদাম ঘর মেরামত	৩৫৮৭৫৬.০০
১০	উপজেলা পরিষদের মূল প্রবেশ গেট মেরামত করণ।	৬৩৮৬৫০.০০
১১	উপজেলা পরিষদের ফুলের বাগানে রেলিং মেরামত	১৮৪৫২৭.০০
১২	উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত সোলার স্ট্রীট লাইন মেরামত	৬০৭৭৫০.০০
সর্বমোট= ছিষট্টি লক্ষ সত্তর হাজার ছয়শত সত্তর টাকা মাত্র।		৬৬৭০৬৭০.০০

উপজেলা প্রকৌশলীর প্রতিনিধি সভায় আরও জানান যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় অত্র উপজেলার ০২নং আখানগর, ৯নং রায়পুর ও ১৬নং নারগুন ইউপি চেয়ারম্যানদ্বয় তাদের এলাকার উন্নয়নের জন্য ০৩টি প্রকল্পের নাম ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি দাখিল করেছেন। ইতোমধ্যে প্রকল্প তিনটির প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। তিনি প্রাক্কলনতিনটি সভায় উপস্থাপন করেন এবং প্রকল্পটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নের বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব করেন। উক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ রয়েছে কিনা তা জানতে চাইলে উপজেলা প্রকৌশলীর প্রতিনিধি জানান যে, প্রকল্প তিনটি বাস্তবায়নের মত অর্থ তহবিলে রয়েছে। উক্ত প্রস্তাব নিয়ে সভা বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা প্রস্তাবিত প্রকল্প ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়নের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

প্রকল্প : ০২নং আখানগর ইউনিয়নের প্রান্তিক কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন বিতরণ। বরাদ্দ= ২০০০০০/-

ক) জনাব মোঃ জনি পারভেজ, প্যানেল চেয়ারম্যান, আখানগর ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর প্রকল্প সভাপতি
খ) জনাব আলেয়া বেগম, ইউপি সদস্য, ঠাকুরগাঁও সদর প্রকল্প সচিব
গ) জনাব মনোয়ারা মোর্শেদ, ইউপি সদস্য, ঠাকুরগাঁও সদর প্রকল্প সদস্য
ঘ) জনাব আতাউর রহমান গণ্যমান্য সদস্য প্রকল্প সদস্য
ঙ) জনাব জাকিরুল ইসলাম, শিক্ষক প্রতিনিধি প্রকল্প সদস্য

প্রকল্প : ০৯নং রায়পুর ইউনিয়নের প্রান্তিক কৃষকের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ। বরাদ্দ = ২০০০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মাত্র।

ক) জনাব মোঃ রমজান আলী, প্যানেল চেয়ারম্যান, রায়পুর ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর প্রকল্প সভাপতি
খ) জনাব মোঃ মাহাবুব আলম, ইউপি সদস্য, রায়পুর ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর প্রকল্প সচিব
গ) জনাব সোনা রাণী, ইউপি সদস্য, রায়পুর ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর প্রকল্প সদস্য
ঘ) জনাব মোঃ সাদেকুল ইসলাম, গন্যমান্য সদস্য, রায়পুর ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর প্রকল্প সদস্য
ঙ) জনাব মোঃ মোকারম হোসেন, ইমাম, ভাউলার হাট জামে মসজিদ, রায়পুর ইউপি প্রকল্প সদস্য

প্রকল্প : ১৬নং নারগুন ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে গোড়া পাকাসহ নলকূপ স্থাপন। বরাদ্দ = ২০০০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মাত্র।

ক) জনাব মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, ইউপি সদস্য, নারগুন ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর প্রকল্প সভাপতি
খ) জনাব মোছাঃ আনোয়ারা বেগম, ইউপি সদস্য, নারগুন ইউপি ঠাকুরগাঁও সদর প্রকল্প সচিব
গ) জনাব মোঃ বাবুল হোসেন, শিক্ষক, শাপলা সপ্রাঃ বিদ্যালয়,ঠাকুরগাঁও সদর প্রকল্প সদস্য
ঘ) জনাব মোঃ সরিয়ত আলী, পিতা-মৃত হাজির উদ্দীন, গ্রাম- পূর্ব নারগুন প্রকল্প সদস্য
ঙ) জনাব ডাক্তার রমজান আলী, পিতা-তজির উদ্দীন, গ্রাম-পূর্ব নারগুন প্রকল্প সদস্য

০৪	**উপজেলা কৃষি অফিস** উপজেলা কৃষি অফিসার সভায় জানান, তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে চলছে। তিনি সভার শুরুতে নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়কে স্বাগত জানান। তিনি জানান যে, কিছু কিছু ইউপি চেয়ারম্যান আজকের সভায় সারের বিষয়ে বলেছেন। তিনি জানান ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা একটি কৃষি সমৃদ্ধি এলাকা, এখানে সারের চাহিদা বেশি থাকার বেশি। সারের বরাদ্দের বিষয়ে তিনি জানান যে, আগামী এক বছরের অত্র উপজেলায় কতটুকু সার লাগবে তা চাহিদা মে মাসের মধ্যে উর্দ্ধতন অফিসে অবহিত করতে হয়। সেই মোতাবেক একটা সম্ভব পরিমান নির্ধারণ করে চাহিদা প্রেরণ করা হয়। তবে চাহিতা মোতাবেক কিন্তু সার বরাদ্দ পাওয়া যায় না বরং তার চেয়ে কম বরাদ্দ পাওয়া হয় এইটা একটা বিষয় আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে, ইতোমধ্যে আপনার মাঠঘাটে লক্ষ্য করছেন যে, কৃষকগণ প্রায় সবাই আলু চাষে ঝুকে পড়েছেন। গত বছরের তুলনায় এ বছর আলু চাষের পরিমান ২ থেকে ৩ হাজার হেক্টর জমিতে আলু এবং গম চাষের পরিমান বেড়ে গেছে। এক্ষেত্রে ভুট্টা এবং সরিষা চাষের পরিমান অনেক কমে গেছে। এক্ষেত্রে গম ও ভুট্টা চাষে যে পরিমান সারের প্রয়োজন হয় তারচেয়ে দেড় গুন সার কৃষকগণ আলু ক্ষেত্রে ব্যবহার করছেন। এজন্য নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে যে বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে তা দিয়ে কৃষি কাজের চাহিদা সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। তারপরও কৃষকগণ সার পাচ্ছেন এবং কৃষকগণ যে, নিয়মিত সার পান সে বিষয়ে কৃষি বিভাগ সচেষ্ট সজাগ রয়েছে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে, কৃষকগণ কোন ফসল কতটুকু চাষ করতে সেটা কৃষক কৃষি বিভাগকে অবগত করেন না বা উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ বাড়ী বাড়ী এই তথ্যটুকু সংগ্রহ করছেন না। এটা আমাদের মাঝে যোগাযোগের অভাব রয়ে গেছে। আশা করা যাচ্ছে এটা অল্প কিছু দিনের মধ্যে শেষ হবে। তাছাড়া বিএডিসিতে সার পরিবহন নিয়ে সমস্যাও হচ্ছে। যার কারণে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই সমস্যা বর্তমানে কেটে গেছে। তাছাড়া ইতোমধ্যে কৃষি কার্ডের মাধ্যমে কৃষকগণকে সার প্রদান করা হচ্ছে। শুখানপুখুরী ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যানের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে জানান যে, তাঁর ইউনিয়নের সকল কৃষকের কৃষি কার্ড নাই। এটা ঠিক যে সকল কৃষকের কৃষি কার্ড নেই তবে ৬০ থেকে ৭০ ভাগ কৃষকের কৃষি কার্ড রয়েছে এবং তারা নিয়মিত সার পাচ্ছেন। আর যাদের কৃষি কার্ড নেই তারা যে সার পাচ্ছেনা এটা ভুল কথা তারাও বিকল্প কোন উপায়ে সার পাচ্ছেন। তবে শুখানপুখুরী ডিলার প্রদানের বিষয়ে উপজেলা সার বীজ মনিটরিং কমিটি উপস্থাপন করা হবে এবং উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক একজন ডিলার প্রদান করা হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।	দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিসার ও সংশ্লিষ্ট সকল।

০৫	প্রকল্প বাস্তবায়ন দপ্তর : নব-যোগদানকৃত উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবু শোয়েব খান সভায় জানান তার দপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি জানান বর্তমানে শীত মৌসুম চলছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে চলমান শীত মৌসুমে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ১ম পর্যায়ে প্রতি ইউনিয়নে ১৭৫টি করে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ২য় পর্যায়ে প্রতিটি ইউনিয়নে ৪৭টি করে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।	দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।	উপ... বাস্তবায়ন...
০৬	শিক্ষা বিভাগ : উপজেলা শিক্ষা অফিসার জানান তার বিভাগের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি জানান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আগামী ০১/০১/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে বই বিতরণ উৎসব করার জন্য সরকারিভাবে নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত নিদের্শনার প্রেক্ষিতে অত্র উপজেলা আগামী ০১/০১/২০২৫ তারিখে বই বিতরণ উৎসব পালন করার প্রস্তুতি চলমান রয়েছে। এছাড়া আগামী ০২/০১/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে উপজেলা পর্যায়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ফুটবল টুর্ণামেন্টের ফাইনাল খেলা ঠাকুরগাঁও জিলা স্কুল বড়মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। তিনি উপস্থিত সকলকে উক্ত ফাইলান খেলায় উপস্থিত থেকে উপভোগ করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি আরও জানান অত্র উপজেলার কিছু বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লক ও নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং আগামী ৩০/০৬/২০২৫ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করার জন্য সরকারিভাবে নির্দেশনা রয়েছে।	১। দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। ২। যে সব বিদ্যালয়ের ওয়াশব্লক নির্মাণের কাজ দীর্ঘদিন যাবৎ পড়ে রয়েছে তার তালিকা পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবেন।	উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ও সংশ্লিষ্ট সকল।
০৭	পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ: উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার সভায় জানান তাঁর দপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি জানান পরিকার পরিকল্পনা বিভাগ, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, কিশোর কিশোরীদের প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য সেবাসহ সকল সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালিত করে আসছে। ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় একটি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে, সেখানে গর্ভকালীন সেবাসহ নরমাল ডেলিভারী ও সিজারিয়ান অপারেশন করা হয়ে থাকে। আপনার সবাই জানেন অত্র উপজেলায় মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার অনেক বেশি। ইউনিয়নের সকল গর্ভবর্তী মাদের ডেলিভারী যেন কেন্দ্রে এসে ডেলিভারী করার জন্য সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে ব্যাপক প্রচারণা করে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানান। কারণ বাড়ীতে ডেলিভারী হলে অনেক ঝুঁকি থেকে যায়, অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণ হতে পারে। সেক্ষেত্রে তাৎক্ষনিকভাবে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসতে মা অনেক ঝুঁকিপুর্ণে পড়ে, অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুও হতে পারে। তাই গর্ভবর্তী মাদের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এসে ডেলিভারীর করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি আরও জানান মহিলা বিষয়ক কার্যালয় হতে গর্ভবতীদের মাতৃত্বভাতা প্রদান করা হয়। সেক্ষেত্রে গর্ভবতী মায়ের সেবাটা মূখ্য উদ্দেশ্য নয় মাতৃত্ব্যকালীন ভাতার কার্ডটি পাওয়া তাদের মূখ্য বিষয় হয়ে দাড়ায়। গর্ভকালীন মাদের মূলত চারটি সেবা রয়েছে। এই সেবা চারটি অবশ্যই তাদের গ্রহণ করতে হবে, তা না হলে তারা মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সেবা গ্রহণ এবং ডেলিভারী হারটা অনেকটা কম। গর্ভবর্তী মায়েরা যেন স্বাস্থ্য কেন্দ্র এসে স্বাস্থ্য গ্রহণ করেন এবং ডেলিভারীর সময় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এসে ডেলিভারীর করেন এই বিষয়টি দেখার জন্য ইউপি চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। তিনি আরও জানান যে, পরিবার পরিকল্পনার আওতায় প্রতিটি ইউনিয়নে একজন করে মাঠ পরিদর্শক রয়েছে। তাদেরকে যদি ইউনিয়ন পরিষদের মাসিক সভায় অর্ন্তভূক্ত করা হয় তাহলে ইউনিয়নে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।	১। দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। ২। যে সব স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দেওয়াল ভেঙ্গে গেছে, লাইট নাই কিংবা অন্য কোন নিরাপত্তাজনিত সমস্যা আছে, সেগুলোর তালিকা সভায় উপস্থাপন করেবেন।	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার
০৮	মৎস্য বিভাগ : সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সভায় জানান যে, তার বিভাগের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি জানান বাংলাদেশ ইলিশ মাছ একটি জি আই পন্য। ইলিশ মাছের মুল উদপাদন ৫ লক্ষ ৭১ হাজার মে.টন. কিন্তু বর্তমান বাজারে ইলিশের সরবরাহ কম। গত ২২/১২/২০২৪ তারিখের মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইলিশ মাছ বিদেশে পাচার হচ্ছে কি না, সরবরাহ মূল্য ঠিক রাখার জন্য কিছু নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ইলিশ মাছের পাচার রোধে উপজেলা পরিষদের সভায় আলোচনা করে সকলকে সচেতন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ইলিশ মাছ পাচারের কেউ যদি কোন তথ্য পান বা অবগত হন তাহলে তাৎক্ষনিক উপজেলা মৎস্য কার্যালয়কে অবগত করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি আরও জানান, বর্ষাকালে দেশীয় মাছ বৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রমগুলো মেরামত করা হবে। বর্তমানে শীত মৌসুম চলছে। এই শীত মৌসুমে অভয়াশ্রমগুলোতে পানি কমে যাওয়ার কারণে মাছ চুরির প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তিনি দেশীয় মাছ চুরিরোধে সকলকে সজাগ থাকায় অনুরোধ জানান এবং সেই সাথে উপজেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি। মৎস্য বিভাগের আলোচনাকালে সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাটা জাল/রিং জাল দিয়ে মাছ ধরার বিষয়ে জানতে চাইলে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার জানান যে, মৎস্যজীবীদের প্রাথমিকভাবে কাটা জাল/রিং জাল দিয়ে মাছ ধরতে নিষেধ করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান যে, গত কয়েক দিন আগে বুড়িবাঁধ নামক স্থানে চায়না দুয়ারী/রিং জাল দিয়ে মাছ ধরছে। এই চায়না দুয়ারী/রিং জাল একটার পর একটা লাগানো, পরে দেখা গেলে যে, রিং ভর্তি মাছ। এই মাছগুলো যদি ডিম দেয় তাহলে দেশীয় মাছ বৃদ্ধি পাবে কিন্তু তারা ডিমওয়ালা মাছগুলোও নিধন করছেন। তিনি চায়না দুয়ারী বা রিং জাল দিয়ে যেন মাছ শিকার করতে না পারে সে বিষয়ে	দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা

	সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ জানান। আরও যদি কোথাও চায়না দুয়ারী বা রিং জাল, কারেন্ট জাল দিয়ে কেউ মাছ শিকার করে তাহলে সাথে সাথে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসারকে অবগত করার জন্য সকলকে অনুরোধ জানান।		
০৯	প্রাণী সম্পদ বিভাগ: উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা সভায় জানান যে, তার দপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি জানান ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় কয়েকটি ডেইরি খামার রয়েছে। এই ডেইরি খামারের মালিকগণ গাভীর দুধের সঠিক দাম পাচ্ছেন না। চিপ ফ্যাক্টরীর মালিকগণ কম দামে খামারীদের কাছ থেকে দুধ ক্রয় করছেন। ইতোমধ্যে খামারীগণ গাভীর দুধের সঠিক দাম নির্ধারণের জন্য আবেদন করেছেন। তিনি এই বিষয়টি নিরসনের জন্য সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান যে, শুধু একটি উপজেলার জন্য কোন দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করা হয় না। এটা গোটা জেলার জন্য জেলা কমিটি সভার মাধ্যমে যে কোন দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে থাকেন।	দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। ২। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে প্রান্তিক ডেইরি খামাদের গাভীর দুধের দাম নির্ধারণ করে দেয়ার জন্য জেলা সমন্বয় কমিটিতে বিষয়টি উপস্থাপন করার সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো।	উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার।
১০	সমাজসেবা বিভাগ : উপজেলা সমাজসেবা অফিসার সভায় জানান যে, সমাজসেবা বিভাগের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি জানান বয়স্ক, বিধবাভাতা এবং প্রতিবন্ধিভাতার প্রতিস্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই ভাতা প্রতিস্থাপনে নিয়ম হচ্ছে ইউনিয়ন কমিটি হতে তালিকা সমাজসেবা দপ্তরে আসলে সেটা উপজেলা কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়। উপজেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে আপনার সভাপতিতে উপজেলা কমিটির সভা করা হয় কিন্তু এখন পর্যন্ত ইউনিয়ন পর্যায় হতে তালিকা পাওয়া যায় নাই। এই তালিকার উপর ভিত্তি করে ৩য় কিস্তির ভাতার অর্থ প্রদান করা হবে। তিনি ইতোমধ্যে ইউনিয়ন সমাজকর্মীগণ আপনাদের সাথে যোগাযোগ করছে বা করবে, যত দ্রুত সম্ভব ইউনিয়নের তালিকাগুলো উপজেলা কমিটির কাছে প্রেরণ করা জন্য ইউপি চেয়ারম্যানগণকে অনুরোধ জানান। তিনি আরও জানান যে, প্রতিবন্ধী ভাতার অনলাইনে আবেদনকরণ চলমান রয়েছে, এই আবেদন করার শেষ তারিখ হচ্ছে আগামী ৩১/১২/২০২৪। এই সময়ের মধ্যে ইউনিয়নে সকল প্রতিবন্ধির অনলাইনে আবেদন সম্পন্ন করার অনুরোধ জানান। তিনি জানান অদ্যাবধি প্রায় ৩৫০টি মতো আবেদন পাওয়া গেছে। নির্ধারিত তারিখের পর প্রতিবন্ধি ভাতার প্রাপ্ত আবেদনসমূহ নিয়ে উপজেলা কমিটির সভা আহ্বান করা হবে এবং উপজেলা কমিটিতে যাঁচাই-বাছাইয়ের পর ভাতা বিতরণ করা হবে।	১। দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার
১১	খাদ্য বিভাগ : উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সভায় জানান যে, তার দপ্তরে কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি জানান তার দপ্তরের আওতায় আমন চাউল সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এখন পর্যন্ত আমন চাউল সংগ্রহ হয়েছে ৪৫% এবং ধানের মূল্য বেশি হওয়ায় এখন পর্যন্ত কোন ধান সংগ্রহ করা হয় নাই। তিনি জানান যে, আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের তালিকা হালনাগাদ করার জন্য ইউপি চেয়ারম্যানগণকে পত্র প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া টিসিবি কার্যক্রমের চাল বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ভিজিডিসহ অন্যান্য কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে।	দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন অব্যাহত রাখতে হবে।	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সকল ইউপি চেয়ারম্যান।
১২	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তর : উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের প্রতিনিধি সভায় জানান তার বিভাগের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি জানান জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যূত্থান এবং ২০২৪ সালে নানাবিধ কারণে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাগুলো সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণের মধ্যে রয়েছে। তিনি জানান যে, জাতীয় শিক্ষাক্রমের নতুন কারিকলাম ২০১৮ যেটা ২০২১ সাল থেকে চালু হয়েছিল, এটা ভিন্ন আঙ্গিকে এবং একেবারেই আদালা সিলেবাস ছিল। এটি ২০২২ এবং ২০২৩ সালে বাস্তবায়নের পর্যায় ছিল এবং আগামী ২০২৫ সালে সকল শ্রেণির পাঠপুস্তকে অর্ন্তভূক্ত হওয়ার কথা ছিল। যেহেতু এটি একটি নুতন সিলেবাস ছিল তাই জুলাই-আগস্টের পর তা বাতিল পূর্বক পূর্বের সিলেবাসে ফিরে যাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ২০১৮ সালের আগে যে, সিলেবাসটি ছিল সেই সিলেবাস মোতাবেক এখন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ইতোমধ্যে নতুন কারিকলামের আলোকে প্রচুর প্রশিক্ষণ প্রদান, বিভিন্ন রকম সেমিনার, সভা সমাবেশ করা হয়েছিল এবং সেই মোতাবেক শ্রেণিকক্ষগুলো প্রস্তুত করা হয়েছিল। আবার নতুন করে পুরাতন সিলেবাস দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করাতে একটা বড় ক্ষতির মধ্যে পড়তে হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এবং শিক্ষকরা হতভম্ভ হয়ে গেছেন। নুতন সিদ্ধান্তের কারণে ১ জানুয়ারি নতুন বই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা কথা থাকলেও তা সম্ভব হচ্ছে না। নতুন বই প্রদান করতে একটু বিলম্ব হচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত অত্র উপজেলায় সব বিষয়ে বই সম্পূন্নরুপে পাওয়া যায় নাই। তিনি জানান যেই বিষয়ে বই পাওয়া যাবে সাথে সাথে তা	দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন অব্যাহত রাখতে হবে। ২। বিদালয়ে পরিদর্শন বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার

	বিতরণ করা হবে। নতুন বই নিয়ে একটা সমস্যা আছে, অল্প কিছু দিনের মধ্যে এটা সমস্যা কেটে যাবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি জানান যে, জুলাই- আগস্টে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এটার কারণ হচ্ছে দীর্ঘদনি ম্যানেজিং কমিটি নিয়ে স্থানীয় জনগণ বিক্ষুপ্ত ছিল। ইতোমধ্যে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধান, স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তিবর্গসহ উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতা সভা-সমাবেশ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের আলোচনাকালে সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ ফিরে এসেছে কিনা তা জানতে চাইলে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জানান যে, বর্তমানে শিক্ষার কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে।		
১৩	পরিসংখ্যান অফিস : উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার সভায় অনুপস্থিত থাকার তাঁর বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব হলো না।	আগামী সভায় উপস্থিত থেকে বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করা হলো।	উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার
১৪	সমবায় অফিস : জনাব মোঃ রমজান আলী, উপজেলা সমবায় অফিসার হিসেবে গত ৩০/১০/২০২৪ তারিখে অত্র উপজেলায় যোগদান করেছেন। তিনি জানান তাঁর দপ্তরের কাজ স্বাভাবিকভাবে চলছে। তিনি জানান অত্র উপজেলার সমবায় সমিতিগুলো নিয়মিত অডিটও পরিদর্শন, নির্বাচন তরাকরি কাজ যথারীতি চলমান রয়েছে। তিনি আরও জানান যে, অত্র উপজেলার দুগ্ধ ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে দুগ্ধ ঘাটতি এলাকায় সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু হয়েছে। এই প্রকল্পটি সুষ্ঠাভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জগন্নাথপুর ও বেগুনবাড়ী এই দুটি ইউনিয়নে দুটি সমিতি গঠন করা হয়েছে। এই সমিতির প্রতিটি প্রায় দুই লক্ষ টাকা করে ঋণ পাবেন। এই ঋন গ্রহণ করার পর এক বছর তাদের কোন সুদ প্রদান করতে হবে না পরবর্তী বছর হতে তাদেরকে ৪.৫% হারে সুদসহ পরিশোধ করতে হবে। ঋণ পরিশোধের পর সমিতির সদস্যের সুদের টাকাটা তার নামে হিসাব তহবিল রক্ষিত থাকবে এবং এই সুদের টাকার হতে অন্য কোন সদস্য যদি ঋন গ্রহণ করতে চান তাহলে তারাই এই সুবিধা পাবেন। এই দুটি ইউনিয়নের দুটি সমিতিতে মোট সদস্য সংখ্যা ১০০ জন। ইতোমধ্যে দুটি সমিতি ২৫ জন করে ৫০(পঞ্চাশ) জন সদস্যকে গত ২৪/১২/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে ১.৬০ (এক লক্ষ ষাট হাজার) করে গরু ক্রয়ের জন্য ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে গবাদি পশুর খাদ্য ক্রয়ের জন্য তারা ৪০০০০/- হাজার করে ঋণ পাবেন। অবশিষ্ট ৫০(পঞ্চাশ) জনকে পরবর্তীতে ঋণ প্রদান করা হবে।	দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন অব্যাহত রাখতে হবে।	উপজেলা সমবায় অফিসার
১৫	মহিলা বিষয়ক দপ্তর: উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সভায় অনুপস্থিত থাকায় তাঁর দপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব হলো না।	আগামী সভায় উপস্থিত থেকে দপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
১৬	যুব উন্নয়ন অফিসার উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার সভায় জানান যে, তাঁর দপ্তরের কাজক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তবে তিনি জানান যে, উপজেলা পরিষদের মুল প্রশাসনিক ভবনের ৪র্থ তলায় তার কার্যালয়। গত ৪ আগস্ট ছাত্র-আন্দোলনে গণঅভ্যথানের সময় জালানার থাই গ্লাসগুলো ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে, ফলে বর্তমানে শীত মৌসুমে দাপপ্তিক কার্যাদি সম্পন্ন করা ব্যহত হচ্ছে। তিনি এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। তিনি আরও জানান যে, তারুণ্যে উৎসব-২০২৫ সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় হতে বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে গত ২২ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে একটি পরিপত্র জারী করা হয়েছে। তিনি উক্ত পরিপত্রটি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান প্রণয়নকৃত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয় নাই। স্থানীয়ভাবে/নিজস্ব অর্থ দ্বারা বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত পরিপত্রটি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে তারুন্যের উৎসব সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে উদযাপনের জন্য উপজেলা রাজস্ব তহবিলের খেলাধুলা ও সংস্কৃতি খাত হতে ২.০০(দুই লক্ষ) টাকা করে দুটি প্রকল্প গ্রহণ পূর্বক নিম্নরূপ প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে তারুণ্যের উৎসব উদযাপনের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। প্রকল্পঃ রহিমানপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন খেলোয়ারদের মাঝে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ। বরাদ্দের পরিমান=২,০০,০০০/- ১। জনাব মোঃ আনারুল ইসলাম, ইউপি সদস্য, রহিমানপুর ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর প্রকল্প সভাপতি ২। জনাব মোঃ সাদেকুল ইসলাম, ইউপি সদস্য, রহিমানপুর ইউপি ঠাকুরগাঁও সদর প্রকল্প সচিব ৩। জনাব নারগিস বেগম, ইউপি সদস্য, রহিমানপুর ইউপি ঠাকুরগাঁও সদর প্রকল্প সদস্য ৪। জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, গন্যমান্য সদস্য , রহিমানপুর ইউপি ঠাকুরগাঁও সদর প্রকল্প সদস্য ৫। জনাব গোলাম ফারুক, শিক্ষক প্রতিনিধি, রহিমানপুর ইউপি ঠাকুরগাঁও সদর প্রকল্প সদস্য	১। দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন অব্যাহত রাখতে হবে। ২। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে তারুন্যের উৎসব সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে উদযাপনের জন্য উপজেলা রাজস্ব তহবিলের খেলাধুলা ও সংস্কৃতি খাত হতে ২.০০(দুই লক্ষ) টাকা করে দুটি প্রকল্প গ্রহণ পূর্বক প্রস্তাবিত পিআইসির মাধ্যমে প্রকল্প দুটি বাস্তবায়নের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার

	প্রকল্পঃ সালন্দর ইউনিয়নের বিভিন্ন খেলোয়ারদের জন্য বিভিন্ন ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ । বরাদ্দের পরিমান=২,০০,০০০/- ১। জনাব পুলক চন্দ্র সেন, ইউপি সদস্য, ১২নং সালন্দর ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর প্রকল্প সভাপতি ২। জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, ইউপি সদস্য, ১২নং সালন্দর ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর প্রকল্প সচিব ৩। জনাব মোঃ মনছুর আলম, ইমাম, চৌধুরীপাড়া জামে মসজিদ, সালন্দর, ঠাকুরগাঁও সদর প্রকল্প সদস্য ৪। জনাব মোঃ মকবুল আলম, শিক্ষক প্রতিনিধি সালন্দর ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর প্রকল্প সদস্য ৫। জনাব মোঃ আতিয়ার রহমান, গন্যমান্য সদস্য, সালন্দর ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর প্রকল্প সদস্য		
১৭	নির্বাচন বিভাগঃ উপজেলা নির্বাচন অফিসার সভায় অনুপস্থিত থাকায় তাঁর দপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব হলো না।	আগামী সভায় উপস্থিত থেকে দপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।	উপজেলা নির্বাচন অফিসার
১৮	বন বিভাগ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বন বিভাগ সভায় জানান তাঁর দপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি জানান বন ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় সবার সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। অত্র সদর উপজেলায় ২০২-২০২৪ অর্থ বছরের সামাজিক বনায়নের আওতায় মোট ১২৩টি লট দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে কর্তন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে উপকারভোগীর টাকা ইএফটিয়ের মাধ্যমে তাদের ব্যাংক হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হয়। তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানান যে, কার্যাদেশ ছাড়া ঠিকাদারকে কোন গাছ কর্তন করতে দিবেন না। তার দপ্তরের জনবল খুবই সীমিত, ইউনিয়ন চেয়ারম্যানগণ একে একটি ইউনিয়নের বন কর্মকর্তা বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কারণ এই দেশটার জন্য অনেকের অনেক অবদান রয়েছে। তাই দেশকে ভালবেসে আমাদেরকে কাজ করতে হবে। তিনি আরও জানান যে, অত্র উপজেলায় মোট বৈধ করাতকলের সংখ্যা ৫৩টি এবং অবৈধ লাইসেন্স বিহীন করাতকলের সংখ্যা ৬৭টি। তিনি জরুরী ভিত্তিতে অবৈধ লাইসেন্স বিহীন করাতকলসমূহ উচ্ছেদ পূর্বক তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। আউলিয়াপুর ইউপি'র প্যানেল চেয়ারম্যানের এলাকায় সামাজিক বনায়নের গাছ রয়েছে, গাছগুলো কিভাবে কর্তন করা যায়, সেই প্রেক্ষিতে উপজেলা বন কর্মকর্তা জানান যে, বাংলাদেশের প্রতিটি কার্যক্রম পরিচালিত হয় চুক্তিপত্রের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। সেই চুক্তিনামা উপকারভোগীগণ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে ইতোমধ্যে সম্পাদন করে গাছ রোপন করেছেন। ইউনিয়ন পরিষদের আওতায় রাস্তাসমূহের যে ব্যক্তিই গাছ রোপন করেন যদি তার চুক্তিনামা না থাকে তাহলে সেই ব্যক্তি গাছ কর্তন করতে পারবেন শুধুমাত্র জমির মালিক বা মালিকগণ গাছগুলো মালিকানা দাবী করতে পারবেন। তাই চুক্তিনামা ছাড়া কোন গাছ কর্তন করতে পারবেন না। যদি চুক্তিনামা থাকে তাহলে উপকারভোগীগণ তাদের সমিতির মাধ্যমে সভা করে সভার কার্যা-বিবরণীসহ ইউপি চেয়ারম্যান বরাবরে কর্তনের আবেদন করবেন। ইউপি চেয়ারম্যান উক্ত গাছকর্তনের আবেদন প্রাপ্তির পর ইউনিয়ন পরিষদের সভা আহবান করে উপজেলা গাছ নিলাম কমিটির কাছে প্রেরণ করবেন। উপজেলা গাছ নিলাম কমিটি সভাকরে আবেদনে উল্লেখিত গাছগুলোর মূল্য নির্ধারণের জন্য সামাজিক বন বিভাগ, দিনাজপুর বরাবরে প্রেরণে করবেন। সামাজিক বন বিভাগ, দিনাজপুর কার্যালয় হতে মূল্য নির্ধারনী প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর উপজেলা গাছ নিলাম কমিটি সভা করে গাছগুলো নিলামে বিক্রয়ের জন্য নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রদান করবেন। উক্ত নিলামে সর্বোচ্চডাককারী নির্বাচিত হওয়ার পর ০৭(সাত) দিনের মধ্যে ভ্যাট-আয়করসহ সমূহ অর্থ জমাদান পূর্বক কার্যাদেশ প্রাপ্তির পর গাছ কর্তন করতে পারবেন। বন বিভাগের আলোচনাকালে সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান যে, বর্তমান বন কর্মকর্তা খুবই একটিভ মানুষ। গত কয়েক দিন আগে ১১নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়নে একটি গাছ কর্তনের বিষয়ে অবগত হওয়ার পর তাঁকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ার জন্য বলা হলে তিনি ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে গাছটি উদ্ধার করেছেন। তিনি আরও জানান যে, ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, প্রতিটি ইউনিয়নের গাছ কর্তনের হিড়িক পড়ে গেছে। ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্য, গ্রামপুলিশ এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কর্মচারীগণও জানে না যে, কে বা কাহারা এই গাছগুলো কর্তন করছেন। এই অবস্থা চলতে থাকলে তো রাস্তার দু'ধারে সমস্ত গাছ উধাও হয়ে যাবে। বন বিভাগের তেমন কোন জনবল নাই, ফরেষ্ট অফিসারের একজন ব্যক্তি। এজন্য আপনার যদি সচেতন না হন, তাহলে কোন ক্রমেই বন্যদস্যুদের রোধ করা সম্ভব হবে না। তাই তিনি সকলকেই সচেতন হওয়ায় আহবান জানান।	দাপ্তরিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে।	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বন বিভাগ
১৯	জনস্বাস্থ্য বিভাগ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সভায় অনুপস্থিত থাকায় তাঁর দপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব হলো না।	আগামী সভায় উপস্থিত থেকে দপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

২০	আনসার ভিডিপি অফিস জনাব মোঃ শায়েব মাহামুদ, উপজেলা আনসার ভিডিপি অফিসার সভায় জানান অতি সম্প্রতি অত্র উপজেলায় উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেছেন। তিনি জানান এই সভায় তাঁর প্রথম উপস্থিতি। তাঁর বিভাগের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে। তিনি জানান অত্র উপজেলার ২২টি ইউনিয়নে ৪ জন করে ভাতাভোগী সদস্য রয়েছে এবং প্রতিটি গ্রামে এক প্লাটুন করে ভিডিপি সদস্য রয়েছে। তিনি জানান আগামী ১২/০১/২০২৫ তারিখে ইউনিয়ন ভিত্তিক ভিডিপির সদস্যদের নিয়ে প্রশিক্ষণ রয়েছে। কোন কোন ইউনিয়নের গ্রাম ভিডিপির সদস্যদের নিয়ে এই প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হবে তা এখন নির্বাচন করা হয় নাই। অতিশীঘ্রই নির্বাচন করে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে। আনসার ভিডিপি বিভাগের আলোচনাকালে অদ্যকার সভার সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান যে, ইউনিয়নের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে গ্রামভিত্তিক কার্যক্রম বাড়ানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি জানান ইতোপূর্বে আনসার ভিডিপির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো, সনদ প্রদান করা হতো। এই কার্যক্রম কি চলমান রয়েছে কিনা তা জানতে চাইলে উপজেলা আনসার ভিডিপি অফিসার জানান মাঝধানে বন্ধ ছিল তা আবার চালু হয়েছে।	দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন অব্যাহত রাখতে হবে।	উপজেলা ভিডিপি অফি
২১	পল্লী উন্নয়ন বিভাগ : উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সভায় জানান উক্ত দপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছে।	দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন অব্যাহত রাখতে হবে।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা
২২	বিএমডিএ সহকারী প্রকৌশলী, বিএমডিএ সভায় অনুপস্থিত থাকায় তার দপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব হলো না।	আগামী সভায় উপস্থিত থেকে দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করা হলো।	সহকারী প্রকৌশলী, বিএমডিএ
২৩	গ্রাম-আদালত সক্রিয়করণ প্রকল্প : উপজেলা প্রকল্প কো-অর্ডিনেটর সভায় জানান যে, ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় দুই জন কো-অর্ডিনেটর এই প্রকল্পে দায়িত্বরত রয়েছেন। ১১টি ইউনিয়ন করে দুই জনে ২২টি ইউনিয়নে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জানান এই প্রকল্পের বয়স ১ বছর ৩ মাস চলছে। ইতোমধ্যে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের হিসাব সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটরগণে হাতে কলমে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কিভাবে তারা এই কাজগুলো করতে পারবেন। চেয়ারম্যান এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত প্যানেল চেয়ারম্যান যদি তাদের হিসাব সহকারীগণকে অত্র ইউনিয়নের গ্রাম আদালতে মামলার পরিমান কত, মামলাগুলো নথি প্রস্তুত রয়েছে কিনা এ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান না করেন তাহলে বাংলাদেশ গ্রামআদালত সক্রিয়করণ প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। তিনি আরও জানান যে, ইতোমধ্যে কিন্তু জন্ম নিবন্ধন বিষয়ে তাদেরকে জবাব দিহিতার আওতায় আসতে হয়েছে, তেমতি অচিরেই গ্রাম আদালত বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট তাদেরকে জবাব দিহিতার আওতায় আসতে হবে। যদি সেপ্টেম্বর থেকে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট সার্ভে কপি জমা প্রদান করা হয়েছে। এই সার্ভে কপিতে যতগুলো অপেক্ষমান মামলা দেখানো হয়েছে তাতে প্রতিটি ইউনিয়নের প্রতি মাসের টার্গেট হচ্ছে ৫টি করে মামলা। তিনি আরও জানান যে, অত্র উপজেলার রহিমানপুর, জামালপুর, বেগুনবাড়ী এবং সেনুয়া ইউনিয়নে দায়েরকৃত মামলা বাদে অবশিষ্ট ইউনিয়নগুলো মামলার সংখ্যা খুবই নগন্য। এই নগন্য হওয়ার কারণে অপেক্ষা মামলার সংখ্যা তাদের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দিতে হবে। তারা যদি মামলার বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দিতে না পারি তাহরে এই বিষয়টি তাদের জন্য কঠিন হয়ে দাড়াবে। তাই এই কঠিন পরিস্থিতি সম্মুখীনের আগেই সকল ইউপি চেয়ারম্যান ও প্যানেল চেয়ারম্যানগণকে সজাগ হওয়ার আহ্বান জানান। গ্রাম আদালতের আলোচনাকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয় উপস্থিত ইউপি চেয়ারম্যান ও প্যানেল চেয়ারম্যানগণের কাছে থেকে জানান চান যে, তারা কি গ্রাম আদালত বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন কি না। চেয়ারম্যান, ০৮নং রহিমানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জানান যে, অত্র উপজেলায় ২(দুই) দিন ব্যাপী একটি কর্মশালা হয়েছে কিন্তু সেটি গ্রাম আদালত সক্রিয়করণে যতেষ্ট নয়। উপজেলা কো-অর্ডিনেটর জানান যে, বাজেট সংকুলান না হওয়ার কারণে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, সদস্যা, ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, এবং হিসাবসহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটরদের নিয়ে কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয় নাই। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয় জানান যে, সবার প্রথমে ইউপি চেয়ারম্যানগণকে প্রশিক্ষিত করতে হবে, তা না হলে তারা ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং হিসাব সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটরগণকে কোন নির্দেশনা প্রদান করতে পারবেন না। তা না হতে তো তারা কোন কাজ করতে পারবেন না। উপজেলা কো-অর্ডিনেটর	সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে ইউপি চেয়ারম্যান ও প্যানেল চেয়ারম্যানগণকে নথি তৈরী, মামলা নিস্পত্তি, মামলা সংখ্যা বৃদ্ধি করণ বিষয়ে হিসাব সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটরগণকে নির্দেশনা প্রদান করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।	ইউপি চেয়ারম্যান সকল

	জানান যে, প্রত্যেক ইউপি চেয়ারম্যানকে গ্রাম-আদালত বিষয়ে অবগত করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, কিছু কিছু ইউনিয়ন চেয়ারম্যান অনুপস্থিত থাকার কারণেও মামলাগুলো নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি ইউপি চেয়ারম্যান ও প্যানেল চেয়ারম্যানগণকে নথি তৈরী, মামলা নিষ্পত্তি, মামলা সংখ্যা বৃদ্ধি করণ বিষয়ে হিসাব সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটরগণকে নির্দেশনা প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানান। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভায় জানান যে, আপনার বার্তা উপস্থিত সকল চেয়ারম্যান ও প্যানেল চেয়ারম্যানগণ বুঝতে পেরেছেন যে, গ্রাম আদালত একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়, এটা নিয়ে তাদের কাজ করা উচিত। গ্রাম আদাতল যে, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা কিন্তু ইউপি চেয়ারম্যানগণ জানেন। আগের গ্রাম-গঞ্জে, চুরি-চামারি, ছোট-খাটো সমস্যার সমাধান কিন্তু সালিসের মাধ্যমে সমাধান করা হতো, বর্তমানে সেটাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করছে গ্রাম আদালত। একই জিনিস সেটা হচ্ছে আগে গ্রামের উঠানে বসে যে সালিশ করা হতো, সেটাকে একটা এসলাস বানানো হয়েছে। একটা কোর্টের মত কাঠামো বানানো হয়েছে, যে এক পাশে বাদি, অপর পাশে বিবাদী, সামনে গণ্যমান্য ব্যক্তি, ইউপি সদস্য সদস্যাগণ উপস্থিত থাকবেন এবং চেয়ারম্যান সাহেব বিচার কার্য পরিচালনা করবেন। এই যে, প্রাতিষ্ঠানিক রুপ, সেটাকে আইন দিয়ে শক্তিশালী করা হয়েছে। আগে শালিশ বৈঠক করলে চেয়ারম্যানের বিভিন্ন ধরণের দোষারোপ করা হয়, এমনকি তার বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছে। এখন কিন্তু সে ধরণের ঘটনা না ঘটার জন্য এই গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং আইন দিয়ে আপনি বিচার কার্য পরিচালনা করতে পারছেন। এটা আপনার একটা শক্তি। এই আইনটা তিনি শক্তি হিসেবে দেখার জন্য অনুরোধ জানান। আজকের যে গ্রাম আদালত বিষয়ে আলোচনা হলো সেটা নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটরকে নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সকল ইউপি চেয়ারম্যানগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন।		
২৪	বিবিধঃ ক) চেয়ারম্যান, ১নং রুহিয়া ইউপি সভায় জানান যে, জাইকা প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা একটি এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করা হয়। এই এ্যাম্বুলেন্সটি রুহিয়া থানা আওতায় ৫টি থানায় জনগণের সুবিধার্থে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অত্র ইউনিয়ন পরিষদকে প্রদান করা হয়। এই এ্যাম্বুলেন্সটি অকটেন জ্বালানী দ্বারা চলাচল করে। যার ফলে জ্বালানীর খরচটা অনেক পড়ে যাচ্ছে। তিনি এই এ্যাম্বুলেন্সটি গ্যাস দ্বারা চলাচল করলে খরচ কম হবে এবং জনগণও সেবাপেতে উপকৃত হবেন। তিনি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। খ) প্যানেল চেয়ারম্যান, ০৬নং আউলিয়াপুর ইউপি সভায় জানান যে, তার ইউনিয়নের ০৮নং ওয়ার্ডের গ্রামপুলিশ মৃত্যুবরণ করায় প্রায় ৬(ছয়) মাস হলো। তার মৃত্যুতে পদটি শূণ্য রয়েছে। তিনি জরুরী ভিত্তিতে শূণ্যপদে গ্রামপুলিশ পদে লোক নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি জানান তার ইউনিয়নের কিছু রাস্তায় স্থানীয় উপকারভোগীগণ ইউনিয়ন পরিষদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে প্রায় দশ বছর পূর্বে রোপন করেন। গাছগুলোর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় গাছগুলো কর্তন করা প্রয়োজন। এই গাছগুলোর জন্য কৃষি কাজে ব্যাপকভাবে ক্ষতি হচ্ছে। তিনি জরুরী ভিত্তিতে গাছগুলো কর্তনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। গ) প্যানেল চেয়ারম্যান, ০৭নং চিলারং ইউপি সভায় জানান যে, তার ইউনিয়নের একজন গ্রামপুলিশ(মহল্লাদার) পদ শূণ্য রয়েছে। এই গ্রামপুলিশের শূণ্য পদটি পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। ঘ) চেয়ারম্যান, ০৮নং রহিমানপুর ইউপি সভার শুরুতেই নব-যোগদানকৃত উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়কে অভিনন্দন জানান। নব-যোগদানকৃত উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রতি তাঁর এবং তাদের পূর্ণ আনুগত ও সহযোগিতা নিয়ে আগামী দিনগুলো পরিচালিত হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং তাঁকে আমরা যতখানি সহযোগিতা করতে পারবো এর সুফল আমরা চেয়ারম্যান, প্যানেল চেয়ারম্যানগন সর্বপরি ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার জনগণ এই সুবিধা পাবে মর্মে তিনি বিশ্বাস করেন। সেই লক্ষ্যে তারা সকলের উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়কে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছে এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয় অত্র উপজেলায় যোগদানের পর তার যে মানসিকতা দেখে এবং আজকের সভায় পরিচিতি পর্বে সেটা আরো খোলাসা হয়ে গেছে। তাঁর এই মানসিকতা দেখে আমরা সবাই সন্তুষ্ট হয়ে গেছি। তিনি জানান উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা একটি মডেল উপজেলায় রুপান্তরিত হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি জানান ইতোমধ্যে গত ২৬/১২/২০২৪ তারিখে তাঁর ইউনিয়ন ০৮নং ওয়ার্ডে ফকদনপুর গ্রামে একটি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। উক্ত ঘটনার বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়কে অবগত করা হলে তিনি রাত আনুমানিক ১২.০০ ঘটিকায় সময় শীতবস্ত্রসহ আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের শীতবস্ত্র প্রদান করেছেন এবং	সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অপ্রত্যাশিত খাত হতে প্রস্তাবিত প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে শীতবস্ত্র ক্রয় প্রকল্প ০২টি বাস্তবায়নের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

পরবর্তীতে তাঁর নির্দেশনা মোতাবেক প্রত্যেক পরিবারকে ৩০ কেজি করে চাউল প্রদান করা হয়েছে। তিনি জানান সারের সমস্যা আমরা সবাই প্রত্যক্ষ করছি। তিনি জানান উপজেলা কৃষি অফিসার মহোদয় সদ্য যোগদান করেছেন। ৫ই আগস্ট পরবর্তী সময়ে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার বাস্তব অবস্থা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তিনি জানান যে, আমাদের প্রচলিত একটি শব্দ বা বাক্য হয়েছে সারের কোন সংকট নেই বা সারের কোন সমস্যা নেই। এটি তাদের একটি অভ্যাস বলা যায়। নেগেটিভ কোন কথা তারা বলতে চান না। তাঁরা দেখছেন যে স্যারের কোন সমস্যা নেই কিন্তু বাস্তবে সারের সংকট রয়েছে। কৃষক পর্যায়ে যখন সার ক্রয় করতে আসেন কোন সার পাচ্ছে না অথবা সার পেলেও উচ্চ মূল্যে সার ক্রয় বিক্রয় হচ্ছে মর্মে অভিযোগ রয়েছে। তিনি জানান ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ডিলারগণের অনুকূলে প্রতি মাসে যে পরিমান সার বরাদ্দ প্রদান করা হয় সেটার তালিকা অবশ্যই উপজেলা কৃষি অফিসার মহোদয়ের দপ্তরের থাকার কথা, যদি থাকে তাহলে তার একটি কপি প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের অনুকূলে প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানান। তাহলে ডিলারদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত সার প্রকৃত কৃষকের কাছে বিতরণ করা হলো কিনা তা তাদের যাচাই করা সহজ হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি দ্রুত সারের সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। তিনি সভায় আরও জানান যে, বর্তমানে শীতকাল চলছে। এই শীতকালে দুঃস্থ, গরীব অসহায় এবং হতদরিদ্রদের জন্য সরকারিভাবে যে শীতবস্ত্রের বরাদ্দ পাওয়া যায় তা অপ্রতুল। সরকারিভাবে প্রাপ্ত বরাদ্দ দিয়ে চাহিদা মাফিক বিভিন্ন ইউনিয়নের গরীব, অসহায় ও দুঃস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র প্রয়োজন মাফিক বিতরণ সম্ভব হয় না। তিনি উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে স্থানীয় বাজার হতে শীতবস্ত্র ক্রয় করে প্রদানের প্রস্তাব করেন। উক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অপ্রত্যাশিত খাত হতে নিম্নরূপ ০২টি প্রকল্প গ্রহণ পূর্বক শীতবস্ত্র ক্রয়ের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

প্রকল্পঃ ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলাধীন বিভিন্ন হত দরিদ্র পরিবারের মাঝে শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ (অংশ-১)

১। চেয়ারম্যান, ০৮নং রহিমানপুর ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর — প্রকল্প সভাপতি
২। চেয়ারম্যান, ১২নং সালন্দর ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর — প্রকল্প সচিব
৩। চেয়ারম্যান, ০৫ নং বালিয়া ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর — প্রকল্প সদস্য
৪। চেয়ারম্যান, ১৭নং জগন্নাথপুর ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর — প্রকল্প সদস্য
৫। চেয়ারম্যান, ১০নং জামালপুর ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর — প্রকল্প সদস্য

প্রকল্পঃ ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলাধীন বিভিন্ন হত দরিদ্র পরিবারের মাঝে শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ (অংশ-২)

১। চেয়ারম্যান, ০৫নং বালিয়া ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর — প্রকল্প সভাপতি
২। চেয়ারম্যান, ০৮নং রহিমানপুর ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর — প্রকল্প সচিব
৩। চেয়ারম্যান, ১২নং সালন্দর ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর — প্রকল্প সদস্য
৪। চেয়ারম্যান, ১৭নং জগন্নাথপুর ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর — প্রকল্প সদস্য
৫। চেয়ারম্যান, ১০নং জামালপুর ইউপি, ঠাকুরগাঁও সদর — প্রকল্প সদস্য

ঙ) চেয়ারম্যান, ১২নং সালন্দর ইউপি সভায় জানান যে, সারের সমস্যা প্রায় প্রতিটি ইউনিয়নের রয়েছে। প্রান্তিক কৃষকগণ সময়মত সার পাচ্ছে না। তিনি সারের সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান।

চ) প্যানেল চেয়ারম্যান ১৩নং গড়েয়া ইউনিয়নে বাঘের হাট নামক এলাকায় প্রায় ০২(দুই) কিলোমিটার রাস্তা পাকা হয়েছে কিন্তু রাস্তার দুই ধারে দুটি গাছ দন্ডমান থাকায় কোন মালবাহী গাড়ি যাতায়াত করতে পারছে না। ইতোমধ্যে উক্ত গাছের ডাল পড়ে এক শ্রমিক আহত হয়েছেন। গাছ দুটি জরুরী ভিত্তিতে কর্তন করা না হলে আরও দূর্ঘটনা ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি জরুরী ভিত্তিতে গাছদুটি কর্তনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান।

ছ) ইউনিয়ন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ১৪নং রাজাগাঁও ইউপি সভায় জানান যে, তার ইউনিয়নের একজন গ্রামপুলিশ(দফাদার) দীর্ঘদিন যাবৎ অফিসে আসেন না এবং ইউনিয়ন পরিষদে কোন দায়িত্ব পালন করছেন না। এ জন্য দাপ্তরিক বিভিন্ন কাজ ব্যহত হচ্ছে এবং ৮নং ওয়ার্ডের গ্রামপুলিশ গত ছয় মাস আগে মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি তার ইউনিয়নে ০৮নং ওয়ার্ডে গ্রামপুলিশ নিয়োগ এবং দফাদারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

জ) প্যানেল চেয়ারম্যান, ১৮নং শুখানপুখুরী ইউপি সভায় জানান যে, তার ইউনিয়নে সার্বিক অবস্থা ভাল রয়েছে। তিনি জানান ইউনিয়নের মূল সমস্যা হলো সার নিয়ে। তার ইউনিয়নে মাত্র ২(দুই) জন ডিলার রয়েছে, এই দুইজন ডিলার একই জায়গায় অবস্থিত। কৃষকগণ নির্ধারিত সময়ে সার পারছেন না মর্মে প্রতিনিয়ত ইউনিয়ন পরিষদ গেঞ্জাম হচ্ছে। তার ইউনিয়নের পার্শ্ববর্তী গড়েয়া ইউনিয়নে ডিলার রয়েছে ০৬(ছয়) জন ও ০৫নং বালিয়া ইউনিয়নে ডিলার রয়েছে ০৫(পাঁচ) জন। তিনি জানান পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন হতে ০২টি ডিলার যদি তার ইউনিয়নে ন্যস্ত করা যায় তাহলে কৃষকগণ নির্ধারিত সময়ে সার পাবেন । তিনি জরুরী ভিত্তিতে তার ইউনিয়নে ০২টি ডিলার

	প্রদান করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। তিনি আরও জানান যে, তার ইউনিয়নের কৃষি কার্ড পর্যাপ্ত না থাকায় ইউনিয়নের সব কৃষকগণ সরকারি নির্ধারিত মূল্যে সার উত্তোলন করতে পারছেন না। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা কৃষি অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। ঝ) চেয়ারম্যান, ২১নং ঢোলারহাট ইউপি সভায় জানান যে, তার ইউনিয়নটি একটি রবি শস্য এলাকা। এখানে প্রচুর পরিমানের আলু, মিষ্টি কুমরা এবং ভূট্টার আবাদ হয়। এখানকার উদপাদিত রবি শষ্য দেশের বিভিন্ন জেলায় রপ্তানি করা হয়। এই রবি শস্য উদপাদনকারী কৃষক সময়মত তাদের কাঙ্খিত পরিমান সার পারছেন না। এই ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সারের ডিলার পরিমান মত সার কৃষকগণের কাছে সরবরাহ করতে পারছেন না। তাই প্রান্তিক কৃষকগণ যেন পরিমান মত সার পান সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান যে, যদিও আপনারা জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সদস্য। উপজেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটিতে আপনাকে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। আপনাকে আহ্বান মূল কারণ হচ্ছে অত্র উপজেলায় প্রতিনিয়ত অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটছে। এই অগ্নিকান্ডের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায় কিনা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণের সহযোগিতায় প্রতিটি ইউনিয়নে অথবা ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মহড়া বা প্রচার প্রচারণা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলে স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের বাড়িতে গিয়ে তাদের মাদের বলতে পারবে যে, রান্না পর চুলার আগুন পানি দিয়ে নিভিয়ে দিতে হবে, তাহলে হয় তো স্থানীয় বেশি সচেতন হবেন এবং অগ্নিকান্ডের ঘটনা অনেকা কমে আসবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। শুধু মাত্র ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দূর্যোগ প্রশমন দিবসে মহড়া করলে হবে না। ফাড়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স এর সহকারী পরিচালকের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, অধিদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক এপিএ চুক্তি মোতাবেক গণসংযোগের জন্য সপ্তাহের ১দিন অর্থ্যাৎ প্রত্যেক শনিবার প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, শপিং মল, জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে সচেনতা বৃদ্ধির জন্য লিফলেট বিতরণ, মহড়া প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স এর সহকারী পরিচালকের প্রতিনিধি সভায় জানান এই কাজগুলো তারা নিয়মিতভাবে করছেন কিন্তু এর পরও তাদের কিছু সীমাবদ্ধ রয়েছে। সীমাবদ্ধতা হচ্ছে একটি মাত্র পানি বাহিত গাড়ী। এই একটি গাড়ি নিয়ে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা, পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলা এবং দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার কিছু অংশে অগ্নি নির্বাহের কাজ করতে হয়। তাই গণসংযোগ ও মহড়াগুলো সচরাচর দশ থেকে পনের কিলোমিটারের মধ্যে করা হয়ে থাকে। এরপরও আরেকটি জ্বালানীর খরচের বিষয় রয়েছে। এক একটি মহড়ার জন্য ২লিটার অকটেন ও ৫ লিটার পেট্রোল বরাদ্দ রয়েছে। এক্ষেত্রে সপ্তাহে এক দিনের জায়গা যদি ৩ দিন বা ৪ দিন করি তাহলে অতিরিক্ত জ্বালানির প্রয়োজন পড়ে। তাই অতিরিক্ত জ্বালানীর খরচ করলে অধিদপ্তরের জবাবদিহিতা করতে হয়।		

৩। উপজেলা রাজস্ব তহবিলের আয়-ব্যয় অনুমোদন :

ব্যয় : আলোচ্য সময়ে উপজেলা রাজস্ব তহবিল হতে ব্যয়িত অর্থের নিম্নরূপ বিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয়: -

ক্রম	গ্রহণকারীর নাম	বিবরণ	চেক নং	তারিখ	টাকার পরিমান
০১	জনাব মোঃ রাজু আহম্মেদ, ম্যানেজার গাওসিয়া হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট, চৌরাস্তা, ঠাকুরগাঁও	অক্টোবর/২০২৪ মাসের উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন সভায় ১০০ প্যাকেট খাবার সরবরাহের বিল প্রদান।	৩৮৮৩৮৬৬	০৩/১১/২০২৪	২৭৭৫০.০০
০২	ভ্যাট কোড ১/১১৩৩/০০৪৫/০৩১১	পূর্ববর্তী বিলের ভ্যাট বাবদ অর্থ জমা প্রদান	৩৮৮৩৮৬৭	০৩/১১/২০২৪	২২৫০.০০
০৩	জনাব মোঃ নুরনবী, সংবাদ বিতরণী, ঠাকুরগাঁও।	অক্টোবর/২০২৪ মাসের উপজেলা পরিষদে পত্রিকা সরবরাহের বিল প্রদান।	৩৮৮৩৮৬৮	০৩/১১/২০২৪	৬৭২.০০
০৪	জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ, দোকানদার উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদ মার্কেট, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।	অক্টোবর/২০২৪ মাসে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাসভবনে কর্মরত আনসার সদস্যদের জন্য ০২টি গ্যাসের সিলিন্ডার সরবরাহের বিল প্রদান।	৩৮৮৩৮৬৯	০৩/১১/২০২৪	৩১৪৫.০০
০৫	ভ্যাট কোড ১/১১৩৩/০০৪৫/০৩১১	পূর্ববর্তী বিলের ভ্যাট বাবদ অর্থ জমা প্রদান	৩৮৮৩৮৭০	০৩/১১/২০২৪	২৪৫.০০
০৬	জনাব মোঃ রাজু আহমেদ, টেকনিশিয়ান, উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।	অস্থায়ী কর্মচারীর অক্টোবর/২০২৪ মাসের মজুরী প্রদান।	৩৮৮৩৮৭১	০৪/১১/২০২৪	১৫০০০.০০
০৭	জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম, মালী, উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।	অস্থায়ী কর্মচারীর অক্টোবর/২০২৪ মাসের মজুরী প্রদান।	৩৮৮৩৮৭২	০৪/১১/২০২৪	১৫০০০.০০
০৮	জনাব মোঃ জাপান, অস্থায়ী নিরাপত্তা প্রহরী, উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	অস্থায়ী কর্মচারীর অক্টোবর/২০২৪ মাসের মজুরী প্রদান।	৩৮৮৩৮৭৩	০৪/১১/২০২৪	১৪০০০.০০
০৯	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, অস্থায়ী নিরাপত্তা প্রহরী, উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	অস্থায়ী কর্মচারীর অক্টোবর/২০২৪ মাসের মজুরী প্রদান।	৩৮৮৩৮৭৪	০৪/১১/২০২৪	১৪০০০.০০
১০	জনাব মোঃ আলিউল ইসলাম, অস্থায়ী নিরাপত্তা প্রহরী, উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর।	অস্থায়ী কর্মচারীর অক্টোবর/২০২৪ মাসের মজুরী প্রদান।	৩৮৮৩৮৭৫	০৪/১১/২০২৪	১৪০০০.০০

১১	জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন, কেয়ারটেকার, বলাকা উদ্যান, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	অস্থায়ী কর্মচারীর অক্টোবর/২০২৪ মাসের মজুরী প্রদান।	৩৮৮৩৮৭৬	০৪/১১/২০২৪	[illegible]
১২	জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন, অস্থায়ী নিরাপত্তা প্রহরী, উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর।	অস্থায়ী কর্মচারীর অক্টোবর/২০২৪ মাসের মজুরী প্রদান।	৩৮৮৩৮৭৭	০৪/১১/২০২৪	১৪০০০.০
১৩	জনাব রঞ্জন চন্দ্র দাস, হলরুম কেয়ারটেকার, উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	অস্থায়ী কর্মচারীর অক্টোবর/২০২৪ মাসের মজুরী প্রদান।	৩৮৮৩৮৭৮	০৪/১১/২০২৪	৮৭০০.০০
১৪	জনাব মোঃ রুবেল ইসলাম, জীপগাড়ী ক্লিনার, উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	অস্থায়ী কর্মচারীর অক্টোবর/২০২৪ মাসের মজুরী প্রদান।	৩৮৮৩৮৭৯	০৪/১১/২০২৪	৯০০০.০০
১৫	জনাব রতন কুমার সাহা, হলরুম কেয়ারটেকার, উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর	অস্থায়ী কর্মচারীর অক্টোবর/২০২৪ মাসের মজুরী প্রদান।	৩৮৮৩৮৮০	০৪/১১/২০২৪	৬৬০০.০০
১৬	জনাব রুমা রাণী, পরিচ্ছন্নকর্মী, উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	অস্থায়ী কর্মচারীর অক্টোবর/২০২৪ মাসের মজুরী প্রদান।	৩৮৮৩৮৮১	০৪/১১/২০২৪	৬৬০০.০০
১৭	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, প্লাটুন কমান্ডার(পিসি), উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।	আনসার ক্যাম্পের জন্য বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয় পূর্বক সরবরাহ করণ।	৩৮৮৩৮৮২	০৪/১১/২০২৪	৫৫৫৫.০০
১৮	ভ্যাট কোড ১/১১৩৩/০০৪৫/০৩১১	পূর্ববর্তী বিলের ভ্যাট বাবদ অর্থ জমা প্রদান	৩৮৮৩৮৮৩	০৪/১১/২০২৪	৪৫১.০০
১৯	চলতি হিসাব নম্বর ০১০০২৬০৯৫৩১৯৭ গ্রামপুলিশের বেতনভাতা সংক্রান্ত তহবিল জনতা ব্যাংক লি. ঠাকুরগাঁও	অত্র উপজেলায় ২২টি ইউনিয়ন পরিষদে কর্মরত ২১৪ জন গ্রামপুলিশের অক্টোবর/২০২৪ মাসের বেতন-ভাতা স্ব স্ব হিসাব তহবিলে স্থানান্তর করণের জন্য প্রদান।	৩৮৮৩৮৮৪	১০/১১/২০২৪	৯৫৫৭০০.০০
২০	জনাব মোঃ মাহাবুব মোরশেদ, প্রান্তিক থাই এ্যালুমিনিয়াম, আর্ট গ্যালারী, ঠাকুরগাঁও।	গত ২৯/১০/২০২৪ তারিখে উপজেলা পরিষদের ০২টি জানালা থাইগ্লাস ক্রয় ও মিস্ত্রী মজুরীর বিল প্রদান।	৩৮৮৩৮৮৫	১০/১১/২০২৪	১০৮৯১.০০
২১	ভ্যাট কোড ১/১১৩৩/০০৪৫/০৩১১	পূর্ববর্তী বিলের ভ্যাট বাবদ অর্থ জমা প্রদান	৩৮৮৩৮৮৬	১০/১১/২০২৪	৮০৩.০০
২২	জনাব মোঃ মাহাবুব মোরশেদ, প্রান্তিক থাই এ্যালুমিনিয়াম, আর্ট গ্যালারী, ঠাকুরগাঁও।	গত ০৯/১১/২০২৪ তারিখে উপজেলা পরিষদের ০২টি জানালা থাইগ্লাস ক্রয় ও মিস্ত্রী মজুরীর বিল প্রদান।	৩৮৮৩৮৮৭	১০/১১/২০২৪	২১৬৪৬.০০
২৩	ভ্যাট কোড ১/১১৩৩/০০৪৫/০৩১১	পূর্ববর্তী বিলের ভ্যাট বাবদ অর্থ জমা প্রদান	৩৮৮৩৮৮৮	১০/১১/২০২৪	১১৪৪.০০
২৪	জনাব মোঃ আলামিন, মেসার্স মীম স্টীল এন্ড ফার্নিচার, বঙ্গবন্ধু সড়ক, ঠাকুরগাঁও।	গত ২৮/১০/২০২৪ তারিখে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষের ০৩টি টেবিলে ক্রয়ের বিল প্রদান।	৩৮৮৩৮৮৯	১০/১১/২০২৪	১৭৫৫০.০০
২৫	ভ্যাট কোড ১/১১৩৩/০০৪৫/০৩১১	পূর্ববর্তী বিলের ভ্যাট বাবদ অর্থ জমা প্রদান	৩৮৮৩৮৯০	১০/১১/২০২৪	১৯৫০.০০
২৬	জনাব মোঃ আলামিন, মেসার্স মীম স্টীল এন্ড ফার্নিচার, বঙ্গবন্ধু সড়ক, ঠাকুরগাঁও।	গত ০৯/১১/২০২৪ তারিখে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষের ০৩টি টেবিলে ক্রয়ের বিল প্রদান।	৩৮৮৩৮৯১	১০/১১/২০২৪	১৭৫৫০.০০
২৭	ভ্যাট কোড ১/১১৩৩/০০৪৫/০৩১১	পূর্ববর্তী বিলের ভ্যাট বাবদ অর্থ জমা প্রদান	৩৮৮৩৮৯২	১০/১১/২০২৪	১৯৫০.০০
২৮	জনাব মোঃ এন্তাজুল, এক্সপার্ট নেটওয়ার্ক সলুশন, ঠাকুরগাঁও।	গত ০৯/১১/২০২৪ তারিখে উপজেলা পরিষদের কনফারেন্স রুমের ইন্টারনেট সংযোগের বিল প্রদান।	৩৮৮৩৮৯৩	১০/১১/২০২৪	১০০৭৫.০০
২৯	ভ্যাট কোড ১/১১৩৩/০০৪৫/০৩১১	পূর্ববর্তী বিলের ভ্যাট বাবদ অর্থ জমা প্রদান	৩৮৮৩৮৯৪	১০/১১/২০২৪	৬১৫.০০
৩০	জনাব মোঃ আরমান আলী, প্রোপাইটর, অপসরা স্যানেটারী হাউজ, উপজেলা পরিষদ মসজিদ মার্কেট, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।	উপজেলা পরিষদের মূল প্রশাসনিক ভবনের টয়লেটের পানির লাইন ও উপজেলা পরিষদ কনফারেন্স রুমের পানির লাইন মেরামতের মজুরীর বিল প্রদান।	৩৮৮৩৮৯৫	২৪/১১/২০২৪	৪৪৩১.০০
৩১	ভ্যাট কোড ১/১১৩৩/০০৪৫/০৩১১	পূর্ববর্তী বিলের ভ্যাট বাবদ অর্থ জমা প্রদান	৩৮৮৩৮৯৬	২৪/১১/২০২৪	২৩৮.০০
৩২	জনাব চঞ্চল দাস, পিতা–মৃত পুঠিয়া দাস, গ্রাম– কালিবাড়ী সুইপার পট্টী, ঠাকুরগাঁও পৌরসভা, ঠাকুরগাঁও	উপজেলা পরিষদের মূল প্রশাসনিক ভবনের টয়লেটের চেম্বার ও ময়লার লাইন পরিষ্কারকরণের বিল প্রদান।	৩৮৮৩৮৯৭	২৪/১১/২০২৪	৪৫০০.০০
৩৩	জনাব মোঃ জিলুর হোসেন, তালা মিস্ত্রি, চৌরাস্তা ঠাকুরগাঁও	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাস ভবন সংলগ্ন আনসার ভিডিপি ব্যারাকের গোলাবারুদ রাখার আলমিরা মেরামতের বিল প্রদান	৩৮৮৩৮৯৮	২৪/১১/২০২৪	১৩০০.০০
৩৪	জনাব বিপুল চন্দ্র দাস, পরিচ্ছন্নকর্মী, উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে পাবলিক টয়লেটের পানির লাইনের মালামাল ক্রয় ও মেরামত, ইলেকট্রিক লাইনের মালামাল ক্রয় ও মেরামত এবং দুটি তালা ক্রয়ের বিল প্রদান।	৩৮৮৩৮৯৯	২৮/১১/২০২৪	৪১৭৩.০০
৩৫	ভ্যাট কোড ১/১১৩৩/০০৪৫/০৩১১	পূর্ববর্তী বিলের ভ্যাট বাবদ অর্থ জমা প্রদান	৩৮৮৩৯০০	২৮/১১/২০২৪	১৭৭.০০
৩৬	জনাব মোঃ নুরনবী, সংবাদ বিতরণী, ঠাকুরগাঁও।	উপজেলা পরিষদে নভেম্বর/২০২৪ মাসের পত্রিকা বিল প্রদান।	৩৮৮৩৯০১	০১/১২/২০২৪	৬০৬.০০
৩৭	জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ, দোকানদার উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদ মার্কেট, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।	নভেম্বর/২০২৪ মাসে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাসভবনে কর্মরত আনসার সদস্যদের জন্য ০২টি গ্যাসের সিলিন্ডার সরবরাহের বিল প্রদান।	৩৮৮৩৯০২	০১/১২/২০২৪	৩১০২.০০
৩৮	ভ্যাট কোড ১/১১৩৩/০০৪৫/০৩১১	পূর্ববর্তী বিলের ভ্যাট বাবদ অর্থ জমা প্রদান	৩৮৮৩৯০৩	০১/১২/২০২৪	২৫২.০০
৩৯	জনাব মোঃ রাজু আহমেদ, টেকনিশিয়ান, অস্থায়ী কর্মচারী, উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর	অস্থায়ী কর্মচারীর নভেম্বর/২০২৪ মাসের মজুরী প্রদান।	৩৮৮৩৯০৪	০১/১২/২০২৪	১৫০০০.০০
৪০	জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম, মালী, অস্থায়ী কর্মচারী, উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর।	অস্থায়ী কর্মচারীর নভেম্বর/২০২৪ মাসের মজুরী প্রদান।	৩৮৮৩৯০৫	০১/১২/২০২৪	১৫০০০.০০
৪১	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, অস্থায়ী নিরাপত্তা প্রহরী, অস্থায়ী কর্মচারী, উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর।	অস্থায়ী কর্মচারীর নভেম্বর/২০২৪ মাসের মজুরী প্রদান।	৩৮৮৩৯০৬	০১/১২/২০২৪	১৪০০০.০০

৪২	জনাব মোঃ জাপান, অস্থায়ী নিরাপত্তা প্রহরী, অস্থায়ী কর্মচারী, উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর।	অস্থায়ী কর্মচারীর নভেম্বর/২০২৪ মাসের মজুরী প্রদান।	৩৮৮৩৯০৭	০১/১২/২০২৪	১৪০০০.০০
৪৩	জনাব মোঃ আলিউল ইসলাম, অস্থায়ী নিরাপত্তা প্রহরী, অস্থায়ী কর্মচারী, উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর।	অস্থায়ী কর্মচারীর নভেম্বর/২০২৪ মাসের মজুরী প্রদান।	৩৮৮৩৯০৮	০১/১২/২০২৪	১৪০০০.০০
৪৪	জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন, কেয়ারটেকার, বলাকা উদ্যান ও অস্থায়ী কর্মচারী, উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর।	অস্থায়ী কর্মচারীর নভেম্বর/২০২৪ মাসের মজুরী প্রদান।	৩৮৮৩৯০৯	০১/১২/২০২৪	১৪০০০.০০
৪৫	জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন, অস্থায়ী নিরাপত্তা প্রহরী, অস্থায়ী কর্মচারী, উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর।	অস্থায়ী কর্মচারীর নভেম্বর/২০২৪ মাসের মজুরী প্রদান।	৩৮৮৩৯১০	০১/১২/২০২৪	১৪০০০.০০
৪৬	জনাব রঞ্জন চন্দ্র দাস, হলরুম কেয়ারটেকার, উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর।	অস্থায়ী কর্মচারীর নভেম্বর/২০২৪ মাসের মজুরী প্রদান।	৩৮৮৩৯১১	০১/১২/২০২৪	৯০০০.০০
৪৭	জনাব মোঃ রুবেল ইসলাম, জীপগাড়ী ক্লিনার, উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও।	অস্থায়ী কর্মচারীর নভেম্বর/২০২৪ মাসের মজুরী প্রদান।	৩৮৮৩৯১২	০১/১২/২০২৪	৯০০০.০০
৪৮	জনাব রতন কুমার সাহা, হলরুম কেয়ার টেকার, উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর।	অস্থায়ী কর্মচারীর নভেম্বর/২০২৪ মাসের মজুরী প্রদান।	৩৮৮৩৯১৩	০১/১২/২০২৪	৯০০০.০০
৪৯	জনাব রুমা রাণী, পরিচ্ছন্নকর্মী, অস্থায়ী কর্মচারী, উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর,	অস্থায়ী কর্মচারীর নভেম্বর/২০২৪ মাসের মজুরী প্রদান।	৩৮৮৩৯১৪	০১/১২/২০২৪	৯০০০.০০
৫০	জনাব বিপুল দাস, পরিচ্ছন্নকর্মী, অস্থায়ী কর্মচারী, উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	অস্থায়ী কর্মচারীর অক্টোবর/২৪ মাসের ৫দিনে মজুরী ও নভেম্বর/২০২৪ মাসের মজুরী প্রদান।	৩৮৮৩৯১৫	০১/১২/২০২৪	১৬২৫৫.০০
৫১	জনাব মোঃ রাজু আহম্মেদ, ম্যানেজার গাওসিয়া হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট, চৌরাস্তা, ঠাকুরগাঁও	নভেম্বর/২০২৪ মাসের উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন সভায় ১০০ প্যাকেট খাবার সরবরাহের বিল প্রদান।	৩৮৮৩৯১৬	০১/১২/২০২৪	২৭৭৫০.০০
৫২	ভ্যাট কোড ১/১১৩৩/০০৪৫/০৩১১	পূর্ববর্তী বিলের ভ্যাট বাবদ অর্থ জমা প্রদান	৩৮৮৩৯১৭	০১/১২/২০২৪	২২৫০.০০
৫৩	জনাব চঞ্চল দাস, পিতা-মৃত পুঠিয়া দাস, গ্রাম- কালিবাড়ী সুইপার পট্টী, ঠাকুরগাঁও পৌরসভা, ঠাকুরগাঁও	উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে পাবলিক টয়লেটের চেম্বার ও ময়লার লাইন পরিষ্কার করণের বিল প্রদান।	৩৮৮৩৯১৮	০৪/১২/২০২৪	১৭০০০.০০
৫৪	জনাব মোঃ জুলফিকার আলী ভুট্টো, চেয়ারম্যান, ০৫নং বালিয়া ইউপি ও প্রকল্প চেয়ারম্যান	অত্র উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী (ফুটবল) বিতরণ প্রকল্পের চুড়ান্ত বিল প্রদান।	৩৮৮৩৯১৯	০৪/১২/২০২৪	১৭১০০০.০০
৫৫	ভ্যাট কোড ১/১১৩৩/০০৪৫/০৩১১	পূর্ববর্তী বিলের ভ্যাট বাবদ অর্থ জমা প্রদান	৩৮৮৩৯২০	০৪/১২/২০২৪	১৫০০০.০০
৫৬	আয়কর কোড ১/১১৪১/০০৬৫/০১১১	পূর্ববর্তী বিলের ভ্যাট বাবদ অর্থ জমা প্রদান	৩৮৮৩৯২১	০৪/১২/২০২৪	১৪০০০.০০
৫৭	জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান হান্নু, চেয়ারম্যান, ০৮নং রহিমানপুর ইউপি ও প্রকল্প চেয়ারম্যান	অত্র উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী (ভলিবল ও নেট) বিতরণ প্রকল্পের চুড়ান্ত বিল প্রদান।	৩৮৮৩৯২২	০৪/১২/২০২৪	১৭১০০০.০০
৫৮	ভ্যাট কোড ১/১১৩৩/০০৪৫/০৩১১	পূর্ববর্তী বিলের ভ্যাট বাবদ অর্থ জমা প্রদান	৩৮৮৩৯২৩	০৪/১২/২০২৪	১৫০০০.০০
৫৯	আয়কর কোড ১/১১৪১/০০৬৫/০১১১	পূর্ববর্তী বিলের ভ্যাট বাবদ অর্থ জমা প্রদান	৩৮৮৩৯২৪	০৪/১২/২০২৪	১৪০০০.০০
৬০	জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম, মালি, উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে ফুলের বাগানের জন্য জমি চাষ, গোবর ক্রয়, লতা পানির পাইপ ক্রয়, বিভিন্ন ফুলের চারা ক্রয়ের বিল প্রদান।	৩৮৮৩৯২৫	০৯/১২/২০২৪	১৬০২৬.০০
৬১	ভ্যাট কোড ১/১১৩৩/০০৪৫/০৩১১	পূর্ববর্তী বিলের ভ্যাট বাবদ অর্থ জমা প্রদান	৩৮৮৩৯২৬	০৯/১২/২০২৪	১৩০০.০০
৬২	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, প্রসেস সার্ভার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	উপজেলা পরিষদের জন্য একটি ইলেকট্রিক কেটলি ক্রয়ের বিল প্রদান।	৩৮৮৩৯২৭	০৯/১২/২০২৪	১১৩৮.০০
৬৩	ভ্যাট কোড ১/১১৩৩/০০৪৫/০৩১১	পূর্ববর্তী বিলের ভ্যাট বাবদ অর্থ জমা প্রদান	৩৮৮৩৯২৮	০৯/১২/২০২৪	৯২.০০
৬৪	জনাব মোঃ এন্তাজুল হক, ম্যানেজার, হামিদ নেটওয়ার্ক, ঠাকুরগাঁও	উপজেলা পরিষদের হলরুমে ডিসেম্বর/২৪ মাসের ইন্টারনেটের বিল প্রদান।	৩৮৮৩৯২৯	০৯/১২/২০২৪	৮০০.০০
৬৫	চলতি হিসাব নম্বর ০১০০২৬০৯৫৩১৯৭ গ্রামপুলিশের বেতনভাতা সংক্রান্ত তহবিল জনতা ব্যাংক লি. ঠাকুরগাঁও শাখা	২২টি ইউনিয়নের কর্মরত ২১৪ জন গ্রামপুলিশের অক্টোবর/২০২৪ মাসের ইউপি অংশের বেতন ভাতা স্ব স্ব গ্রামপুলিশ তহবিলে স্থানান্তর করণ।	৩৮৮৩৯৩০	১১/১২/২০২৪	৯৫৬৬০০.০০
৬৬	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর,উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	উপজেলা পরিষদের জুলাই/২০২৪ মাসের চা-চিনিসহ বিভিন্ন বিস্কিট ইত্যাদি আপ্যায়নের বিল প্রদান।	৩৮৮৩৯৩১	১১/১২/২০২৪	১১২০১.০০
৬৭	ভ্যাট কোড ১/১১৩৩/০০৪৫/০৩১১	পূর্ববর্তী বিলেব ভ্যাট বাবদ অর্থ জমা প্রদান	৩৮৮৩৯৩২	১১/১২/২০২৪	৯০৯.০০
৬৮	জনাব মোঃ আরমান হোসেন, অপসরা স্যানেটারী এন্ড টাইলস্ কর্ণার, উপজেলা মসজিদ মার্কেট, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	উপজেলা পরিষদের মুল প্রশাসনিক ভবনের নিচতলার টয়লেটের পানির লাইনের মালামাল সরবরাহ ও মিস্ত্রি মজুরীর প্রদান।	৩৮৮৩৯৩৩	১৫/১২/২০২৪	১৯৬০.০০
৬৯	ভ্যাট কোড ১/১১৩৩/০০৪৫/০৩১১	পূর্ববর্তী বিলের ভ্যাট বাবদ অর্থ জমা প্রদান	৩৮৮৩৯৩৪	১৫/১২/২০২৪	১৮৯.০০
৭০	জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও	মহান বিজয় দিবস/২০২৪ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের জন্য আর্থিক সহযোগিতা প্রদান।	৩৮৮৩৯৩৫	১৫/১২/২০২৪	৫০০০০.০০
৭১	মোঃ রেজাউল করিম, মৌবন প্রেস, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।	ব্যানার প্রস্তুতের বিল প্রদান।	৩৮৮৩৯৩৬	১৫/১২/২০২৪	৪৫০.০০

৭২	মোঃ রাজু আহম্মেদ, টেকনিশিয়ান, উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।	জাতীয় পতাকা ক্রয়ের বিল প্রদান।	৩৮৮৩৯৩৭	১৫/১২/২০২৪	৪২০.০০
৭৩	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, প্রোপাইটর, ফুলসজ্জা, চৌরাস্তা, ঠাকুরগাঁও।	মহান বিজয় দিবস/২০২৪ উপলক্ষ্যে ০২টি বড়ফুলের ডালা লেখাইসহ প্রস্তুত করে সরবরাহ	৩৮৮৩৯৩৮	১৫/১২/২০২৪	৮৫১০.০০
৭৪	ভ্যাট কোড ১/১১৩৩/০০৪৫/০৩১১	পূর্ববর্তী বিলের ভ্যাট বাবদ অর্থ জমা প্রদান	৩৮৮৩৯৩৯	১৫/১২/২০২৪	৬৯০.০০

বর্ণিত ব্যয়গুলোর বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সার্বিক বিবেচনায় ব্যয়সমূহ যৌক্তিক বিধায় ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা হয়।

০৬। প্রশাসক ও সভাপতি

জনাব মোঃ খাইরুল ইসলাম, প্রশাসক ও সভাপতি সভায় জানান যে, আজকের সভায় দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে এবং খুবই চমৎকার আলোচনা হয়েছে। তিনি জানান যে, ৫ আগস্ট ২০২৪ এর ছাত্র-আন্দোলনের সময় যে সমস্ত ইউনিয়ন পরিষদ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে, সে সমস্ত ইউনিয়ন পরিষদের তালিকা করে, সেগুলো সংস্কারের ব্যবস্থা করা হবে। ইতোমধ্যে রহিমানপুর ইউপি চেয়ারম্যান কনফারেন্সরুমের সাউন্ড সিস্টেম পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব করেছেন। এই বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে, পরবর্তীতে সাউন্ড সিস্টেম পরিবর্তনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে সকল ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সাথে একটি সভা করা হবে, যেন ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সাথে যেন কোন দূরত্ব সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে। তিনি জানান যে, সমস্ত ইউনিয়ন পরিষদের গ্রামপুলিশের পদ শূণ্য রয়েছে, সে সমস্ত ইউনিয়ন পরিষদের গ্রামপুলিশের শূণ্য পদগুলোতে জরুরী ভিত্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি জানান যে, সার বিষয়ে ইতোমধ্যে উপজেলা কৃষি অফিসার ইতোমধ্যে বক্তব্য প্রদান করেছেন। কোন সার বিক্রেতা যদি সরকারের নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যে সার বিক্রয় করেন এবং এই তথ্য যদি পাওয়া যায় তাহলে উক্ত বিক্রেতাকে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে শাস্তির আওতায় আনা হবে মর্মে তিনি জানান। তিনি আরও জানান যে, প্রতিটি ইউনিয়নে কিন্তু ইট-ভাটা রয়েছে। এই ইট-ভাটাগুলো ইট তৈরীর জন্য কৃষি জমির কেটে নিয়ে এসে ইট তৈরী করে। এই কৃষি জমির টপ সয়েল যদি কেটে নিয়ে আসে তাহলে জমির উর্বরতা শক্তি কমে যাবে। এই বিষয়ে উপস্থিত সকলকে সজাগ থাকার জন্য নির্দেশনা প্রদানের করেন। কোন ইট-ভাটা যদি এ ধরণের কাজে লিপ্ত থাকে তাহলে সেই ইট-ভাটাকে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে জেল জরিমানা প্রদান করা হবে।

পরিশেষে সকলের সু-স্বাস্থ্য কামনা করে এবং আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

৩০/১২/২৪

(মোঃ খাইরুল ইসলাম)
সভাপতি
ও
প্রশাসক
উপজেলা পরিষদ
ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।
unothakurgaon@mopa.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৫৫.৯৪৯৪.০০০.৩৩.০০১.২৪-২৩৪০(৫০) তারিখ : ৩০/১২/২০২৪ খ্রি:

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলো :-

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
৩। পরিচালক, স্থানীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর।
৪। জেলা প্রশাসক, ঠকুরগাঁও।
৫। উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও।
৬। প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।
৭। - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

৩০/১২/২৪

(মোঃ খাইরুল ইসলাম)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও
ফোন-০৫৬১-৬১৫০০।